প্রকারভেদ:

দুই ধরনের বাচ্চাদের তীব্র জ্বরজনিত খিঁচুনি হতে পারে।

ক) বাচ্চাদের তীব্র জ্বরজনিত সাধারণ খিঁচুনি:

এতে খিঁচুনি ১৫ মিনিট বা তার চেয়ে কম সময়ের হয়ে থাকে। ২৪ ঘন্টায় আর কোন খিঁচুনি হয় না। সাধারনত সমস্ত শরীর জুড়ে এই খিঁচুনি হয়ে থাকে। বাচ্চাদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ ধরনের খিচুঁনি হয়ে থাকে। এতে মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি হয় না। এ ধরনের বাচ্চাদের পরবর্তীতে মৃগীরোগ হবার সম্ভবনা খুব কম থাকে (৩-৫%)। রোগ পরবর্তী জটিলতা এ রোগে খুব কম থাকে।

খ) বাচ্চাদের তীব্র জ্বরজনিত জটিল খিঁচুনি :

প্রতি ১০টি বাচ্চাদের তীব্র জ্বরজনিত মধ্যে ২টি বাচ্চার তীব্র জ্বরজনিত জটিল খিঁচুনি হয়ে থাকে। এতে ১৫ মিনিটের বেশী সময় ধরে খিচুঁনি হয়ে থাকে। সারা শরীরে না হয়ে তা শরীরের কোন নির্দিষ্ট অংশে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে খিঁচুনি বার বার হতে পারে। এ বাচ্চাদের পরবর্তীতে মৃগীরোগ (Epileps) হবার সম্ভবনা বেশী থাকে। ৮০% ক্ষেত্রে এদের প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায়ও খিঁচুনি রোগ হতে পারে। রোগ পরবর্তী জটিলতা এক্ষেত্রে বেশী। কখনো কখনো মৃত্যুঝুঁকিও থাকে।

বাচ্চাদের তীব্র জ্বরজনিত খিঁচুনির কারন:

এর প্রকৃত কারণ অজানা। জ্বর সাধারণত ৩৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (১০০.৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট) বা তার উপরে বেশী মাত্রায় হবার কারণেও খিঁচুনি হতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কোন না কোন সংক্রমনের কারণে তীব্র জ্বর হয়ে থাকে। যেমন : জলবসন্ত, মধ্যকর্ণে প্রদাহ, টনসিলে প্রদাহ, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি। তবে এর একটি বংশগত বা জেনেটিক কারণ রয়েছে। পরিবারে কারো (বাবা, মা ও ভাই-বোন বা নিকট সম্পর্কে আত্মীয় স্বজন) এ রকম খিঁচুনি হলে বাচ্চাদের এ ধরনের তীব্র জ্বরজনিত খিঁচুনি হতে পারে। তীব্র জ্বরজনিত খিঁচুনি হয় এমন প্রতি ৪টি বাচ্চার মধ্যে ১টি বাচ্চার পরিবারের মধ্যে কারো না কারো এ ধরণের রোগের ইতিহাস পাওয়া যায়। মা/বাবা দু'জনের যে কোন একজনের বংশে এ ধরনের অসুবিধা থাকলে সন্তানের ক্ষেত্রে ১০-২০% এ রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে। মা ও বাবা দু'জনের বংশে এ ধরনের অসুবিধা থাকলে সন্তানের ক্ষেত্রে ২০-৩০% এ রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে।

রোগের লক্ষণসমূহ:

ক) বাচ্চাদের তীব্র জ্বরজনিত সাধারন খিঁচুনি:

শরীর শক্ত হয়ে যায়, হাত পা বাঁকা হয়ে যেতে থাকে। রোগী অজ্ঞান হতে পারে, দাঁত কপাটি লেগে যেতে পারে। তাদের চোখ খোলা থাকে। কখনো কখনো চোখ উল্টিয়ে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত হতে পারে। বাচ্চা প্রস্রাব করে দিতে পারে। তাদের বমি হতে পারে। মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে পারে। সাধারনত এ অবস্থা ৫ মিনিটের কম সময় ধরে হতে পারে।

খ) বাচ্চাদের তীব্র জ্বরজনিত জটিল খিঁচু

১৫ মিনিটের বেশি সময় ধরে এ ধরনের খিঁচুনি হয়ে থাকে। শরীরের যে কোন একটি অংশ জুঁড়ে এ ধরনের খিঁচুনি হয়ে থাকে। ২৪ ঘন্টায় পুনরায় এ রকমের খিঁচুনি আরো হতে পারে। বাচ্চার আক্রান্ত হবার ১ ঘন্টার মধ্যেও পুনরায় আবার একই ধরনের খিঁচুনি হতে পারে। ১% বাচ্চার মৃগীরোগ হতে পারে।